25 June 2019

Advance Cargo Manifest (Bangladesh)

In accordance with World Trade Organization's Trade Facilitation Agreement, National Board of Revenue, Bangladesh (NBR) is going to implement Pre-Arrival Processing (PAP) from July 01, 2019. Aligning with the project, from **July 01, 2019** and onwards, all carriers /agents must have to submit the advance Import Manifest **24 hours prior** the vessel sailing from last calling port (Annex).

So for accurate and on time manifestation - we seek your assistance to provide us copy of MBL & HBL **48 hours prior** the vessel sailing from last calling port to file the advance customs manifest within stipulated time.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

RECEIVED
19 JUN 2019

নথি নং-১(৪৪) শুল্ক: আধু: /Pre-Arrival Processing (PAP)/২০১৬/ তারিখঃ ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / ০৯ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: আগামী ০১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে শিপিং এজেন্টস এবং এয়ারলাইনস কর্তৃক Advance Cargo Manifest (Cargo/Passenger) দাখিল বাধ্যতামূলককরণ।

সূত্র:
১। গত ০৪/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত।
২। সমনথির পত্র নং-১৮১ তারিখ ১১/১১/২০১৮ খ্রি:
৩। শিপিং এজেন্ট এসোসিয়েশনের পত্র নং-BSAA/68/2019/58, Date: 26/05/2019

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। বাংলাদেশ World Trade Organization (WTO) এবং World Customs Organization (WCO) এর অন্যতম সদস্য দেশ। উল্লিখিত সংস্থাসমূহের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) এবং WCO Revised Kyoto Convention (RKC) অনুস্বাক্ষর করেছে। WTO ও WCO এর সদস্য এবং TFA ও RKC অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এ দুটো বিশ্ব সংস্থা কর্তৃক প্রণীত Trade Facilitation সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম ও বিধানাবলী পরিপালনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত Trade Facilitation সংক্রান্ত কার্যাবলীর মধ্যে Pre-Arrival Processing (PAP) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Trade Facilitation এর জন্য বর্ণিত সংস্থা কর্তৃক সুপারিশকৃত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে TFA সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট Measures সমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও নীতি প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১২/০২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক Pre-Arrival Processing (PAP) বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে জরুরিভিত্তিতে Last port of call ত্যাগ করার পূর্বেই Web Based Automated System এর মাধ্যমে ম্যানিফেস্ট দাখিল করার পদ্ধতি চালুর জন্য উদ্যোগ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

৪। উল্লেখ্য যে, WTO এবং WCO কর্তৃক প্রণীত Measures সমূহ বিশেষ করে Pre-Arrival Processing (PAP) বা Last Port of Call ত্যাগের পূর্বে Manifest Submission সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণ যে সকল সুবিধাদি পাবেন তা নিম্নরূপঃ-

(ক) সঠিক ও নির্ভুল কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে;

(খ) পণ্য খালাস সংক্রান্ত অনেক কার্যক্রম বন্দরে পণ্য আগমণের পূর্বেই সম্পন্ন করা সম্ভব হবে;

(গ) Risk Management এবং Selection Criteria পর্যালোচনাপূর্বক পণ্য খালাসের লক্ষ্যে সঠিক Lane/Channel (Red, Yellow, Green Channel) নির্ধারণ পণ্য আগমণের পূর্বেই সম্পন্ন করা সম্ভব হবে;

(ঘ) "Yellow Lane" এর অন্তর্ভুক্ত ৮৫%-৯০% পণ্য জাহাজ আগমণের সাথে সাথে খালাস করা সম্ভব হবে;

(ঙ) বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে পণ্য খালাস দ্রুততর হবে, সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে বিনাকারণে পোর্ট ডেমারেজ দিতে হবে না, পণ্য জট কমবে, ফলে ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যয় ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে;

#06

(চ) কাঁচামাল আমদানির খরচ কমবে বিধায় রপ্তানিকারকগণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অধিকতর Competitive হবেন;

(ছ) জাহাজের "Turnaround Time" কম হবে বিধায় বন্দরে জাহাজ জট কমবে এবং "Operation Cost" অনেকাংশে হ্রাস পাবে;

(জ) অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অধিকতর উজ্জ্বল হবে;

(ঝ) আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে স্বচ্ছতা বাড়বে এবং Ease of Doing Business Index এ বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি হবে।

৫। বিশ্ব বাণিজ্যের উল্লিখিত সুবিধাদি গ্রহণের জন্য জাহাজ এবং উড়োজাহাজের মেনিফেস্ট (Cargo & passenger), জাহাজ ও উড়োজাহাজ Last Port of Call ত্যাগ করার পূর্বেই দাখিল ও রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, মেনিফেস্ট (Cargo & passenger) দাখিল ও রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন না করা পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রমের কোনটিই গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যথা:-

(ক) বিল অব এন্ট্রি দাখিল ও রেজিস্ট্রেশন;
(খ) রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এবং পণ্য খালাসের লেন (Red, Yellow, Green Channel) নির্ধারণ;
(গ) পণ্যের কায়িক পরীক্ষা, শুল্কায়ন ও কর পরিশোধকরণ; এবং
(ঙ) এক্সিট নোট ইস্যুকরণ এবং পণ্য খালাসকরণ।

৬। উল্লেখ্য, বিদ্যমান কাস্টমস এ্যাক্ট এর বিধান অনুযায়ী জাহাজ নোঙ্গর ফেলার ২৪ ঘণ্টা এবং উড়োজাহাজ আগমণের ২৪ ঘন্টার মধ্যে মেনিফেস্ট দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিদ্যমান এ বিধান আধুনিক কাস্টমস ব্যবস্থাপনা ও Trade Facilitation এর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। বিশেষ করে ইন্টারনেট সুবিধা ও Web Based Automated System বাংলাদেশ কাস্টমস ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান থাকার পরও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুসরণ না করা কোন ক্রমেই বাণিজ্য সহায়ক নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে সংগতি রেখে জাহাজ ও উড়োজাহাজ Last Port of Call ত্যাগ করার পূর্বে মেনিফেস্ট দাখিলকরণের বিধান কাস্টমস এ্যাক্টে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে যা আগামী ১ জুলাই, ২০১৯ হতে বাস্তবায়িত হবে।

৭। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে শিপিং এজেন্টস ও এয়ারলাইনস কর্তৃক পণ্য ও যাত্রীবাহী জাহাজ ও উড়োজাহাজ Last Port of Call ত্যাগ করার পূর্বে Complete Electronic Manifest কাস্টমস এর Asycuda World System এ দাখিল করতে আইনি কোন বাধা নেই। সুতরাং শিপিং এজেন্টস এবং এয়ারলাইনস অপারেটরগণ পণ্যবাহী জাহাজ Last Port of Call ত্যাগ করার পূর্বে Complete Electronic Manifest যদি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল ও রেজিস্ট্রেশন করে তাহলে অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত সুবিধাদি দেশের ব্যবসায়ীগণ ভোগ করতে পারবেন যা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে অধিকরণ সহজতর করবে।

৮। সূত্রোক্ত-৩ নং পত্রে বর্ণিভ বিষয়সমূহ নিয়ে ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত একাধিক সভায় আলোচনা হয় এবং আলোচনায় বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশন অংশগ্রহণ করে। বর্ণিত পত্রের অনুচ্ছেদ-১ এ উল্লিখিত ঘটনাসমূহ খুব কম পণ্যচালানের ক্ষেত্রেই ঘটে। তবে, অনুচ্ছেদ ২ এ বর্ণিত বিষয়ে এতগুলো সভা অনুষ্ঠানের পরে এধরণের আপত্তি অত্যন্ত অনভিপ্রেত। বর্তমান বিশ্বের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে তাল মিলিয়ে Last Port of Call ত্যাগের পূর্বে অনলাইন পদ্ধতিতে Manifest দাখিল একটি বহুল প্রচলিত রীতি। বাংলাদেশের প্রতিবেশি দেশ ভারতেও একই পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। Ease of Doing Business Index এ উন্নতি ঘটানোর জন্য এর কোন বিকল্প নেই। একারণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে কোন অসুবিধা উদ্ভব হলে তা স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা এবং প্রয়োজনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব হবে।

407

PTO

৯। এমতাবস্থায়, উক্ত সভার সিদ্ধান্ত এবং বর্ণিত অবস্থার আলোকে আগামী ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে শিপিং এজেন্টস কর্তৃক Complete (MBL+HBL এর সমন্বিত তথ্য সম্বলিত) Electronic Manifest (Cargo) এবং এয়ারলাইনস / এয়ারলাইনস অপারেটরগণ কর্তৃক Complete (MAWB ও HAWB এর সমন্বিত তথ্য সম্বলিত) Electronic Manifests (Cargo ও Passenger) Last Port of Call ত্যাগ করার পূর্বে দাখিলকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ গিয়াস কামাল)
প্রথম সচিব (কাস্টমস: আধুনিকায়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা)
ই-মেইল: cmpmbr@gmail.com
ফোন: ৮৩৮১১২০(এক্স-৩৩৯)

বিতরণ:

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশন,
চেম্বার হাউস (৩য় তলা), ৩৮, আগ্রাবাদ (সি/এ), চট্টগ্রাম

নথি নং-১(৪৪) শুল্ক: আধু: /Pre-Arrival Processing (PAP)/২০১৬/ তারিখঃ ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ০৯ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও কার্যক্রমের জন্য:

০১। কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা /চট্টগ্রাম/ বেনাপোল /আইসিডি (কমলাপুর), ঢাকা/পানগাঁও/মোংলা।
০২। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট সিলেট/ খুলনা/ রাজশাহী/ রংপুর।

তাঁকে ০১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ থেকে সকল শিপিং এজেন্টস কর্তৃক Complete (MBL + HBL এর সমন্বিত তথ্য সম্বলিত) Electronic Manifest (Cargo ও Passenger) জাহাজ Last Port Of Call ত্যাগ করার পূর্বেই কাস্টমস Asycuda World System এ দাখিল ও রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

০৩। সভাপতি - ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি।
০৪। সভাপতি - ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি।
০৫। সভাপতি - ঢাকা মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি।
০৬। সভাপতি - ঢাকা ওমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি।
০৭। সভাপতি - চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি।
০৮। সভাপতি - চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি।
০৯। সভাপতি - চট্টগ্রাম ওমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি।
১০। সভাপতি - ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ারডিং এজেন্টস এসোসিয়েশন কাস্টম হাউস,ঢাকা/চট্টগ্রাম/বেনাপোল/আইসিডি, ঢাকা/ পানগাঁও।
১১। সভাপতি – আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ,বাংলাদেশ।
১২। সভাপতি – ইউরোপিয়ান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ,বাংলাদেশ।

(মোঃ তারেক মাহমুদ)
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: আধুনিকায়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা)
ই-মেইল: tarek.customs@gmail.com
সেলফোন: ০১৭১৭৪৩২৩৬৭